গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বৈদেশিক সহায়তা শাখা

জাইকা অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন মাতারবাড়ী কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (সওজ অংশ) বাস্তবায়নের জন্য গঠিত Project Steering Committee (PSC) এর ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ নজরুল ইসলাম সচিব
সভার তারিখ	২৫/০৮/২০২০
সভার সময়	দুপুর ১.০০ ঘটিকা
স্থান	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
উপস্থিতি	ZOOM Online Meeting Platform

২.০ উপস্থাপনা

২.১ সভার শুরুতে কমিটির সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, বিদ্যুৎ বিভাগের কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল) এর নির্মাণাধীন ১২০০ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতা সম্পন্ন কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রকল্পের যাতায়াতের জন্য এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। অত্র প্রকল্পে তিনটি পূর্ত প্যাকেজ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

- **প্যাকেজ-০১** (নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, কক্সবাজার এর অফিস ভবন নির্মাণ।): বিগত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ভবনটি উদ্বোধন করেছেন। বর্তমানে যা নির্বাহী প্রকৌশলী, কক্সবাজার এর কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্যাকেজের চুক্তিমূল্য ছিল ৪.৮০ কোটি টাকা।
- **প্যাকেজ-২.১** (বদরখালী নৌ পুলিশ স্টেশন থেকে কোহেলিয়া সেতু পর্যন্ত সড়ক মেরামত/পুনর্বাসন ও ৬৮০ মিটার দীর্ঘ কোহেলিয়া সেতু নির্মাণ): এর লক্ষ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান HALLA Mir Akhter Joint Venture এর সহিত বিগত ২৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর আওতায় ১.১২ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ, ৪.১৮ কিলোমিটার পুরাতন সড়ক পুনর্বাসন ও ৬৮০ মিটার দীর্ঘ কোহেলিয়া সেতু নির্মাণ করা হবে। বিগত ০১ জুলাই, ২০১৯ হতে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান বাস্তব কাজ শুরু করার জন্য সার্ভে কাজ শুরু করেছে।চুক্তিমূল্য ২৬৭.০০ কোটি টাকা। চুক্তির মেয়াদ ৩৬ মাস।
- **প্যাকেজ-০৩** (রাজঘাট হতে মুহুরীঘোনা পর্যন্ত ৭.৩৫ কিলোমিটার নতুন বাধ কাম সড়ক নির্মাণ): এর আওতায় রাজঘাট হতে মুহুরীঘোনা পর্যন্ত বাঁধ কাম সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। ঠিকাদার ০১ অক্টোবর, ২০১৮ হতে বাস্তব কাজ শুরু করেছে। চুক্তির মেয়াদ ৩০ মাস। চুক্তিমূল্য ৩২০.০৩ কোটি টাকা।

অত্র প্রকল্পে দুইটি সেবা প্যাকেজ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

- ডিজাইন ও সুপারভিশন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান SMEC International Pty Ltd, Australia in association with ACE Consultant Ltd. Bangladesh, DevCon Ltd. Strategi Consultants Ltd. এর সাথে বিগত ০২ মার্চ ২০১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিগত ০১ এপ্রিল ২০১৬ থেকে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রকল্পে কাজ করছে। চুক্তিমূল্য ৪৯.৯৯ কোটি টাকা।
- এনজিও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ক্রিশ্চিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট (সিসিডিবি) এর সাথে বিগত ০১ ডিসেম্বর ২০১৬ হতে কাযক্রম পরিচালনা করছে। চুক্তিমূল্য ২.১৮ কোটি টাকা।

১৩ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় জাইকা সহায়তাপুষ্ঠ মাতারবাড়ী কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (সওজ অংশ) শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত ডিপিপি'তে প্রকল্পের ব্যয় ৬০,২৩২.০২ লক্ষ টাকা (জিওবি ৯,৭৬০.৭৮ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৫০,৪৭১.২৪ লক্ষ টাকা) ও মেয়াদ ০১ জুলাই ২০১৫ হতে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। ১ম সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী প্রকল্প ব্যয় ৬৫,৯৯৭.৭৩ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৫,৫২৬.৪৯ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৫০,৪৭১.২৪ লক্ষ টাকা)। অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের আওতায় ৪৩.৬৬ কিলোমিটার (১০.৩১ কিলোমিটার নতুন সড়ক এবং ৩৩.১৫ কিলোমিটার সড়ক পুনর্বাসন/রক্ষণাবেক্ষণ) নির্মাণ এবং কোহেলিয়া নদীর উপর ৬৪০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ পর্যায়ে আলোচ্য প্রকল্পটির বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্প সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি এর আলোকে ডিপিপির ২য় সংশোধনী প্রস্তাব প্রণয়ন এবং ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত পিএসসি ও পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত পর্যালোচনাপূর্বক আলোচ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য ৪র্থ পিএসসি সভা আহবান করা হয়েছে।

৩.০. আলোচনা

ডিপিপির সংশোধন ও সময় ও ব্যয় বৃদ্ধির যৌক্তিতা

৩.১ প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের সময়কাল ০১ জুলাই ২০১৫ হতে শুরু হলেও একনেক কর্তৃক জিও জারী করা হয়েছে ১১ জানুয়ারী ২০১৬ তারিখে এবং প্রকল্পের ডিজাইন পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে ০১ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে। অর্থাৎ প্রকল্পের মূল কাজ শুরু করার পূর্বেই নয় মাস অতিবাহিত হয়েছে। সিপিজিসিবিএল এর Power Plant এর সীমানা বৃদ্ধির কারনে প্যাকেজ ৩.৩ এর সার্ভে, ডিজাইন এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে ডিজাইন ভেটিং সম্পন্ন করতে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব ভূমি আইন ১৯৮২ মোতাবেক দাখিল করা হলেও পরবর্তীতে ভূমি আইন ২০১৭ কার্যকর হওয়ায় নতুন প্রস্তাব দাখিল করতে হয়। এছাড়া প্রকল্প এলাকা দিয়ারা সার্ভের অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় ভূমি অধিগ্রহণের জন্য অধিগ্রহণ প্রস্তাব নতুনভাবে দাখিল করতে হয়। এতে ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করতে প্রায় ২ বছর ৬ মাস সময় প্রয়োজন হয় যার ক্ষতিপূরন প্রদানের প্রক্রিয়া এখনও চলমান আছে।

৩.২ প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের কারনে পুনর্বাসন কর্মকান্ড শুরু করার জন্য ২০১৬ সালে ডিজাইন পরামর্শক কর্তৃক Resettlement Action Plan (RAP) প্রস্তুতির কালে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির সংখ্যা (৫৪৫ জন) ২০১৩-১৪ সালে জাইকা কর্তৃক পরিচালিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনে প্রাপ্ত সংখ্যার (শূণ্য (০)) চেয়ে অধিক হওয়ায় JICA এর গাইডলাইন অনুসারে Social এবং Environmental Review এর প্রয়োজন হয়। এর ফলে ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সাল হতে মে ২০১৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৬ (ষোল) মাস সময় ব্যয় হয়। এর প্রেক্ষিতে প্যাকেজ ৩.২ এর দরপত্র দলিল ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তে JICA এর অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হলেও JICA এর Social এবং Environmental Review শেষ না হওয়ায় JICA অনাপত্তি পত্র প্রদান করা থেকে বিরত থাকে। এছাড়াও একই কারনে JICA প্যাকেজ ৩.৩ এর পূর্ত কাজ শুরুর অনুমোদন মে ২০১৮ এর পূর্বে প্রদান করেনি। পরবর্তীতে জাইকার সম্মতিতে প্যাকেজ ৩.২ কে ৩.২.১ এবং ৩.২.২ তে বিভক্ত করা হয়। প্যাকেজ ৩.২.১ এর দরপত্রে জাইকার সম্মতি পাওয়া যায় ২২ মে ২০১৮ তারিখ। এর পরই দরপত্র আহ্বান করা হয় ২৫/০৫/২০১৮ তারিখে।

৩.৩ প্যাকেজ ৩.২.১ এর Defect Liability Period সহ পূর্ত কাজ সম্পন্ন করার মোট সময়সীমা (৩৬+১২=৪৮) ৪৮ মাস অর্থাৎ ১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পের শুরু হতে এখন পর্যন্ত নিয়োগকারীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে (০৯+১৬+০৯=৩৪) ৩৪ মাস অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয়েছে। এছাড়া বৃষ্টিপাত এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে প্রায় ২-৩ মাস সময় কাজ করা সম্ভব হয় নাই। এই সকল কারনে প্রকল্পের মেয়াদ আরও ০৩ (তিন) বছর বৃদ্ধি করে সংশোধিত মেয়াদ ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি (সিসিজিপি) কর্তৃক প্রকল্পের প্যাকেজ ৩.৩ ও ৩.২.১ এর অনুমোদনের সময় ডিপিপি সংশোধনের ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৩.৪ প্যাকেজটির সময়কাল ৩৬ মাস, এছাড়া আরও ১২ মাস ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিওড বিবেচনা করে প্রকল্পের মেয়াদ ন্যুনতম ৩ বছর সময় অর্থাৎ ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩.৫ সভাপতি মহোদয় প্রকল্প পরিচালকের নিকট কোহেলিয়া সেতুর ভার্টিকাল ক্লিয়ারেন্সের বিষয়ে বি আই ডব্লিউ টি এ'র চাহিদার প্রেক্ষিতে সংশোধনের অগ্রগতি হয়েছে কিনা সে বিষয়ে আলোকপাত করতে বললে, প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে কোহেলিয়া সেতুর ভার্টিকাল ক্লিয়ারেন্স বি আই ডব্লিউ টি এ এর চাহিদা অনুযায়ী ১২.২ মিটার নির্ধারণ

করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী ডিজাইন সম্পন্ন করে ঠিকাদারকে নির্মান কাজ শুরু করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন এ কারণে সেতু নির্মানের খরচ বৃদ্ধি পাবে, প্রকল্প পরিচালক বিষয়টিতে একমত পোষন করেন,এছাড়া তিনি আরও জানতে চান ভূমি অধিগ্রহন বাড়বে কিনা, প্রকল্প পরিচালক এ বিষয়ে সভাকে অবহিত করেন সেতুর উচ্চতার সাথে দৈর্ঘ্য বাড়লেও ভূমি অধিগ্রহণ বাড়বে না, অধিগৃহিত ভূমির মধ্যে সমন্বয় করে এপ্রোচ এর এলাইনমেন্ট সংশোধন করা হয়েছে।

৩.৬ সভাপতি মহোদয় প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি তে কোন কোন খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে তা সংক্ষেপে সভাকে অবহিত করার জন্য প্রকল্প পরিচালক কে অনুরোধ করেন। এ প্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে,

- প্রকল্পের সার্বিক মেয়াদ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় Design এবং Supervision Consultant এবং এনজিও প্রতিষ্ঠানের ব্যয় এবং মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য অফিসারদের বেতন, ভাতাদি, সরবরাহ ও সেবা, মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। পরামর্শক সেবা খাতের আয়করের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সকল খাত সমূহে ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভাপতি বলেন যে, ২য় সংশোধন করার পূর্বে যাবতীয় অংগের পরিমাণ এবং ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি যুগ্ম-প্রধানের মাধ্যমে পর্যালোচনা করে নিতে হবে।
- প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে সর্বশেষ পরিপত্র অনুযায়ী পিএসসি ও পিআইসি সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করায় এবং অতিরিক্ত ৩ বছরের পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন ফি পরিশোধের লক্ষ্যে যৌক্তিকভাবে ফি, Honorariam, Registration খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করতে হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের জটিলতা বিবেচনায় Panel of Expert এর জন্য ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনায় ট্রেনিং, সেমিনার ও ভ্রমণ ভাতা খাতে নতুনভাবে ব্যয়ের প্রস্তাব অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
- প্যাকেজ ৩.৩ এর অন্তর্ভূক্ত ৭.৩৫ কিলোমিটার বাঁধ-কাম সড়কের জন্য পিভিডি ও পিএইচডি এর মাধ্যমে Soft Soil Improvement Treatment এর জন্য এবং BWDB এর পরামর্শ অনুসারে বাঁধের উচ্চতা ও রক্ষাপ্রদ কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি, Embankment এর উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে প্রযোজ্য ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে এ সড়াকাংশটি জাইকার আওতায় গৃহিত সমীক্ষার আওতায় ছিল না বিধায় তার প্রকৃত খরচ মূল ডিপিপিতে প্রতিফলিত হয়নি। তাছাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সীমানা বৃদ্ধি পাওয়ায় সড়কের মূল দৈর্ঘ্য ৬.৫ কিলোমিটার হতে ৭.৩৫ কিলোমিটার হয়েছে, যার কারণে ব্যয়ের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্যাকেজ ৩.৩ এর আওতায় প্রস্তাবিত সড়ক বাঁধ নির্মানের ফলে স্থানীয় মৎস্য ও লবন চাষ এর জন্যে লোনা পানি সরবরাহ নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে ৩টি ওয়াটার ইনলেট প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্প এলাকায় বৃষ্টিপাত, নিস্কাশন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করে পূর্ত কাজে নতুন করে কালভার্ট, স্লুইসগেট, রিজিড পেভমেন্ট, রিটেইনিং ওয়াল অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
- বিগত ২২ জানুয়ারী ২০২০ তারিখে নৌ পরিবহন মন্ত্রনালয়ের অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রস্তাবিত কোহেলিয়া সেতুর হরাইজন্টাল ও ভার্টিকাল ক্লিয়ারেন্স বৃদ্ধির বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করলে, ডিজাইন পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং সে কারণে পাইল ও সেতুর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
- CPGCBL এর নির্মাণাধীন এলাকা এবং তৎসংলগ্ন এলাকার জন্য প্রযোজ্য ড্রেইনেজ বিবেচনায় নিয়ে CPGCBL এর মতামত এবং GTCL এর নতুনভাবে স্থাপিত গ্যাস পাইপলাইন এর কারনে প্রকল্পে অতিরিক্ত চারটি ছোট সেতু অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
- পূর্তকাজের অনিবাসী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আয়কর ৭% হতে ৭.৫% বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং VAT ৭% হতে ৭.৫% করা হয়েছে, যাতে জিওবি খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ।

৩.৭ সভাপতি মহোদয়, উপরোক্ত বিষয় সমূহ পুর্বের পি এস সি ও পি আইসি সভা সমুহে আলোচিত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে উল্লেখ করলে, প্রকল্প পরিচালক সভাকে এই মর্মে অবহিত করেন যে, ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটি সভায় বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে। এছাড়া তিনি প্রস্তাবিত আরসিসি গার্ডার সেতুতে ব্যয় কত বৃদ্ধি পেয়েছে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক তা সভাকে অবহিত করেন। এছাড়া তিনি ২য় সংশোধনী ডিপিপি তে প্রস্তাবিত বৃদ্ধির পরিমান ও, ১ম সংশোধনীতে বৃদ্ধির পরিমান ও হার জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে ২য় সংশোধিত ডিপিপি তে ২৯৮.৯৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে মোট ৯৫৮.৯১ কোটি টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে এবং সময় ৩৬ মাস বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। যা প্রথম সংশোধিত

ডিপিপির তুলনায় ৪৫ শতাংশ বেশী, এছাড়া ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে ১০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে ব্যয় সংশোধন করা হয়েছিল, এতে কোন সময় বৃদ্ধি করা হয়নি।

৩.৮ সভাপতি মহোদয়ের জিজ্ঞাস্যের প্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালক সভাকে আরও অবহিত করেন যে, প্রকল্প বাস্তবায়ন পসংক্রান্ত সকল পারস্পারিক বিষয়ে সিপিজিসিবিএল এর সহিত সভার মাধ্যমে সমাধানসহ বিভিন্ন সময় বিদ্যুৎ বিভাগ কেও অবহিত করা হয়। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যলয়ের MIDI সেল কর্তৃক আয়োজিত সমন্বয় সভয়য় প্রকল্পের অগ্রগতি অবহিত করা হয় এবং মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

৩.৯ সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়ে জাইকার সম্মতি রয়েছে কিনা তা জানতে চাইলে, এই মর্মে জানানো হয় যে, জাইকার সম্মতির জন্যে ই আরডির মাধ্যমে পত্র প্রেরনের লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরন করা হয়েছে, যা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, এছাড়া বিষয়টি মৌখিকভাবে জাইকার সহিত আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ই-আরডির এর প্রতিনিধি সিনিয়র সহকারী প্রধান খাদিজা পারভীন সভা কে জানান যে, জাইকার নিকট হতে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সরাসরি লিখিত পত্রের কোন জবাব এখনও পাওয়া যায়নি। তবে সেপ্টেম্বর ২০২০ মাসে জাইকা কর্তৃক প্রেরিত এপ্রেইজাল মিশনে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার প্রেক্ষিতে দ্রুত সমাধান পাওয়া সম্ভব। সভাপতি মহোদয় অতিরিক্ত অর্থের বিষয়ে জাইকার সম্মতির জন্যে দ্রুততম সময়ের মধ্যে পত্র ই আর ডি তে প্রেরনের নির্দেশ প্রদান করেন।

৩.১০ সভাপতি মহোদয় ৩য় সংশোধনী পরিহার করার বিষয়ে তার মতামত ব্যক্ত করলে্ প্রকল্প পরিচালক সভাকে এই মর্মে অবহিত করেন যে, প্রস্তাবিত ডিপিপি তে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে যৌক্তিক ভাবে প্রস্তাব করা হয়েছে, যাতে ৩য় সংশোধনীর প্রয়োজন না হয়। ভৌত অবকাঠামো বিভাগের যুগ্ম প্রধান, অঞ্জন কুমার সরকার তার বক্তব্যে বলেন, বর্তমানে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে ডিপিপি সংশোধনী প্রস্তাব প্রণয়ন করতে হবে । তিনি উল্লেখ করেন প্রকল্পের মূল কোহেলিয়া সেতুর উচ্চতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কালভার্ট ও অন্যান্য নিষ্কাসন অবকাঠামো সংযোজন করা যেতে পারে কিন্তু প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সময় বিষয়গুলোর উপর নজর দেওয়া উচিত ছিল। এছাড়া তিনি আরও উল্লেখ করেন প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি পেলে পরামর্শক ব্যয় বৃদ্ধি পাবে, এই যুক্তির বদলে, শুধুমাত্র যৌক্তিকভাবে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই ব্যয় বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালক সভাকে এই মর্মে অবহিত করেন যে, বর্ধিত কোন জনবল প্রস্তাব করা হয়নি, যৌক্তিকভাবে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় জনবলের প্রস্তাব করা হয়েছে। সভাপতি মহোদয় পরামর্শক জনবল যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার পরামর্শ প্রদান করেন।

৩.১১ প্রোগ্রামিং বিভাগের উপ-প্রধান নজিবুর রহমান তার বক্তব্যে বলেন, কোহেলিয়া সেতুর উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে এর এপ্রোচ এর ঢাল এমনভাবে সংশোধন করতে হবে যাতে যান চলাচলে কোন সমস্যা না হয়। এ প্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালক, সভাকে অবহিত করেন যে, এপ্রোচ সড়কের ঢাল নির্ধারনে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রচলিত গাইডলাইন এর প্রতিপালন করা হয়েছে এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ব্রীজ ম্যানেজমেন্ট উইং এর নিকট হতে ডিজাইন ভেটিং গ্রহন করা হয়েছে । সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের যুগ্ম প্রধান জাকির হোসেন সভাকে এই মর্মে অবহিত করেন যে,পানি নিষ্কাশন, রক্ষাপ্রদ কাজ, সড়ক বাঁধ নির্মানে Soft Soil treatment পদ্ধতি প্রয়োগের কারনে প্রকল্প ব্যয় বেড়েছে, যা যোক্তিক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

৩.১২ সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের ডিপিপি প্রনয়নের সময় সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও পরিকল্পনার দুর্বলতার কারনে অনেক সময় ব্যয় বৃদ্ধি পায়, সে কারনে প্রকল্প পরিকল্পনায় অধিক সময় দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এছাড়া নিষ্কাশন অবকাঠামো অন্তর্ভূক্তির সময় পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে যৌথভাবে সাইট পরিদর্শন করলে হয়ত আগে থেকেই অনেক সমস্যার সমাধান করা যেত। এছাড়া প্রকল্পের ৩য় সংশোধোনী পরিহারের লক্ষ্যে ২য় সংশোধনী প্রস্তাব প্রনয়নে আরও দায়িত্বশীল হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন ।

৫.০ সিদ্ধান্তঃ সার্বিক আলোচনা শেষে সভায় উপস্থিত সকল সদস্যর মতামত অনুসারে নিম্নের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়ঃ

৫.১ সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির নির্দেশনা অনুসারে ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী পূর্ত প্যাকেজের কাজ শেষ করার নিমিত্ত প্রকল্পের সময় তিন বছর অর্থাৎ ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৫.২ প্রকল্পের পরামর্শক ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় যৌক্তিভাবে নির্ধারন করতে হবে। যে সকল নতুন কাজ ও বর্ধিত কাজ অন্তর্ভুক্ত

করা হয়েছে তা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের পূর্বে যাবতীয় অংগের পরিমাণ এবং ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি পরিকল্পনা উইং এর মাধ্যমে পর্যালোচনা করে নিতে হবে।

৫.৪ প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি জাইকার সম্মতির জন্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর মাধ্যমে ইআরডিতে পত্র প্রেরণ করতে হবে ।

৫.৫ কোহেলিয়া সেতুর আপ্রোচ সড়কের ঢাল নির্ধারনে সড়কের প্রচলিত গাইডলাইন অনুসরণ করতে হবে যাতে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন না ঘটে।

৫.৬ প্রকল্পের ৩য় সংশোধনী পরিহারের লক্ষ্যে ২য় সংশোধিত ডিপিপি প্রনয়নে সচেতন হতে হবে।

৫.৭ দ্রুততম সময়ের মধ্যে ডিপিপি'র ২য় সংশোধনের প্রস্তাব সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

৬.০ অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব

স্মারক নম্বর: ৩৫.০০.০০০০.০৩৩.২৪.০৩৭.১৯.২৫১

তারিখ: ১২ ভাদ্র ১৪২৭
২৭ আগস্ট ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার
ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিব, অর্থ বিভাগ
২) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৩) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৪) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৫) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৬) সচিব , অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
৭) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৮) যুগ্ম-প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
৯) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
১০) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১১) যুগ্ম প্রধান, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২) উপ প্রধান, পরিকল্পনা ও কার্যক্রম, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৩) উপ প্রধান, সওজ জিওবি, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৪) উপসচিব, ডিএফডিপি শাখা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

১৫) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি ইউনিট (সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

মোঃ মাখজানুল ইসলাম তৌহিদ
সিনিয়র সহকারী প্রধান